অনলাইন জুয়ার আরও তথ্য মিলল মুজিবনগরের চার এজেন্টের কাছে

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে অনলাইন জুয়ার আদ্যপ্রান্ত তথ্য দিলেন মেহেরপুর শহরের এবি ক্যাফে থেকে আটক ৪ অনলাইন জুয়াড়ী। তারা হলেন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম (৪১) এবং সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)।

জুয়া মামলার তদন্ত অফিসার মেহেরপুর সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের প্রধান উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান গত ২৯/১১/২০২২ তারিখে তাদের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত গত ৩০/১১/২০২২ তারিখে শুনানী শেষে তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমাণ্ডে অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা গোপালপুর গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে স্বপন (২৮) এর কথা স্বীকার করেছে। স্বপন অনলাইন জুয়া চ্যানেল ক্রয়-বিক্রয়ের হোতা হিসেবে কাজ করে।

আদালতের আদেশ পাওয়ার পর আসামি রাজু আহম্মেদ ওরফে রাজন (২০) ও সজীব আহম্মেদ (২৫) কে ৩ দিনের রিমান্ড নেওয়া হয়। রিমান্ডে তারা জুয়া খেলার আদ্যপ্রান্ত নিয়ে নানা তথ্য প্রদান করেন। সে জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইন্ড বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল ও প্রসেনজিৎ হালদার তার অনলাইন জুয়ার ব্যবসায়ীক পার্টনার। অনলাইন জুয়ার তিনটি চ্যানেলের মালিক সে। তার একটি চ্যানেল রাজন নগদ মেলবেট প্রসেনজিত হালদার চালাতেন। কিন্তু প্রসেনজিত হালদার গ্রেফতারের পর পলাতক সাহেবপুর গ্রামের কাইজার আলীর ছেলে রতন মিয়া (৩০) গোপনে চালাচ্ছে। তার অপর চ্যানেলটি লোকা নগদ লাইনবেট পুলিশের অনবরত অভিযানে ফলে তার অন্য সাব এজেন্ট সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের বখতিয়ার খালেদ বুলবুল(৩০) এর নিকট ৮ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন। তিন নং চ্যানেল সিআর-৭ মেলবেট রকেট আর্ণব আহমেদ ওরফে মোমিন (২৭) এর কাছে আছে। এছাড়া সে জানায় তার অনলাইন জুয়া কারবারে ব্যবহৃত সিমকার্ডগুলো গ্রেফতারকৃত সজীব আহম্মেদের সহযোগীদের দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজন আরো বলেন, অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ ই ট্রানজেকশনের জন্য চারটি গ্রুপকে একত্রিত হয়ে হয়। প্রথম গ্রুপের সদস্যরা রাশিয়ান সাইন ১এক্◌্রবেট এবং মেলবেট এজেন্ট হওয়ার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়

৩৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়।

তদন্ত অফিসার মনিরুজজামান তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, দুই আসামি রিমান্ডে ১৬১ ধারায় জবানবন্দী দিলেও ১৬৪ ধারায় আদালতে জবানবন্দী দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম (৪১) এবং সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)আটক করা হয়।
এসময় তাদের কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অনলাইন জুয়ার আরও সংবাদ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার হোতা ময়না মেম্বরের সাব এজেন্ট শিমুল গ্রেফতার

অনলাইন জুয়ার দূর্গ মুজিবনগরের কোমরপুরে অভিযান চালিয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট জিহাদ আলী ওরফে শিমুল (১৯) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর গ্রামে জিহাদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জিহাদ আলী গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। তাকে ২৫ আগস্টের বদরুদ্দোজা

ওরফে রয়েলের ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখানো হয়েছে।

শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট পরিচালনা করতো এবং পরে গোপালপুরের নাসির শাহ এবং মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।
এদিকে পুলিশ জানায়, জিহাদ আলী ওরফে শিমুলের কাছে থেকে একটি রেডমি নোট টেন এস ব্যাণ্ডের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়। এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বও ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

পুুলিশ আরো জানায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো ভুয়া জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে বিকাশ/উপায়/নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই

ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সিম সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী একজনপ্রতিনিধি, একজন ইউপি সদস্য, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের কাছে থেকে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটিপতি বনে গিয়েছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক মর্যাদার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের নাম পরিচয় দেওয়া হলো না। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে এসকল অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ হলে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যারা মাসোহারা নিতেন তাদেরও দুর্দিন যাচ্ছে। কোন রাজনৈতিক নেতা, কোন সাংবাদিক কতটাকা মাসোহারা নিয়েছেন তা মেহেরপুর প্রতিদিনের বিভিন্ন সংবাদে উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে আরো উঠে আসবে।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন নিচের লিঙ্কগুলোতে

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট রাজন আলীকে (২০) আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ২২ হোতাকে আটক করেছে। ফলে অনলাইন জুয়ার দূর্গ তছনছ হতে শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এসআই মনিনের নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ফিলিং স্টেশনের কাছে থেকে পুলিশের যৌথ টিম তাকে আটক

করে। তার কাছে থেকে একটি আইফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজন সরদার কোমরপুর গ্রামের ইমদাদুল হক ওরফে ইন্তা সরদারের ছেলে। রাজন রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট মেলবেট ও লাইনবেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তার ফুফাত ভাই রোহান ওরফে ইয়েন, অর্নব আহমেদ, নুরপুরের আসিফ হাসান। তার চ্যানেলের নাম মেলবেট রাজন নাগাদ ও মেলবেট রাজন বিকাশ।

জানা গেছে, রাজন আলী সরদারের বাবা ইন্তা সরকার ৩ বছর আগেও স্বর্ণকার হিসেবে সোনার গহণা তৈরি করতো। করোনার শুরুর দিকে যখন অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হয় তখন মেলবেটের একটি চ্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করে রাজন আলী। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এর পর কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করে চোখ ধাঁধানো ডেকোরেশন দিয়ে গড়ে তোলেন রোহান জুয়েলার্সসহ তিনটি জুয়েলারি দোকানের মালিক। প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের দুটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। যখন যেটা মন চাই তখন সেটা ব্যবহার করেন।

এদিকে, মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়ায় অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে পাচার করছেন কোটি কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার নামের এক ইউপি সদস্য। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য এবং কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আনোয়ার হোসেন নামের আরো এক বিকাশের সাবেক কর্মী। তিনি গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পাঠকদের সামনে তুরে ধরবে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার সংবাদ নিয়ে ইতোমধ্যে জামান উদ্দিন, নরুল ইসলাম ও মাদার আলীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সম্পদের সকল তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসে পৌছেছে। পরবর্তিতে তাদের সম্পদের খবরও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে

থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ২২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ নিচের লিঙ্কগুলোতে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

এবার মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আর চার এজেন্টকে চ্যানেল বিক্রয় করার সময় সময় হাতে নাতে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা হলেন- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম
(৪১) এবং সদও উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)। আটকরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে খবর রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদেও কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদিকে, একের পর এক অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে পুলিশকে বাহবা দিচ্ছে জনগণ। পুলিশের এ তৎপরতা অব্যহত থাকলে অনলাইন জুয়ার লাগাম টেনে ধরা যাবে বলে মনে সচেতনমহল।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্টে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ক্রয়-বিক্রয়ের মিটিং চলছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে চালিয়ে যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, রফিকুল ইসলাম ও সুমন খন্দকারকে আটক করে।এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পালিয়ে যায়। আটক সাইদুরের কাছে থেকে একটি পোসো সি৩১, একটি রেডমি নোট ১০এস মোবাইল, সুমন খন্দকারের কাছে থেকে একটি ওয়ান প্লাস নাইন আর মোবাইল, জাহাঙ্গীর আলমের কাছে থেকে একটি ভিভো ওয়াই টুয়েন্টিজি মোবাইল, রফিকুল ইসলামের কাছে থেকে স্যামসাং গ্যালাক্সি সেভেন প্রো মোবাইল উদ্ধার করা হয়। এসময় সাইদুর পুলিশকে জানায়, তার মোবাইলে রেড্ডি নামের অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার সাইট লাইনবেটের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে তার মোবাইলে ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬১ টাকা রয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে তাদের আদালাতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে আটক সাইদুরসহ অন্যরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করে। যে কটা বিশ্বাস অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ২০ অক্টোবর রাতে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে। তারা হলেন- মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩) কে আট করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি

মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ ২২২৩৪ লেখা আছে। সিম দুটির আসামি তরিকুল ইসলামের নিকট থেকে জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার নগদ টাকাও জব্দ করা হয়েছে।পলাতক আসামি শাহীনের ফেলে যাওয়া ইনফিনিক্◌্র হট ১২ মডেলের ফোন থেকে ০১৬১২৬৯৪৫৭৩ ও ০১৮১৬৯৫৬৩৪২ সিম জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া সিম বাদেই একটি ভিভো ওয়াই৭৬ ফাইভজি মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামের ফেলে যাওয়া রিয়েলমি ৮ মডেলের মোবাইল ফোন থেকে ০১৩১৬৯১৮৮৮৯ সিম পাওয়া গেছে। রবি কোম্পানীর এসএমই ৪.৫জি নতুন ১০ টি সিম, কার্ডযার প্রতিটি প্যাকেটের স্টীকারে আলাদা আলাদা নম্বর লেখা রয়েছে। সিম কার্ডগুলো পলাতক শাহীনের বলে জানা গেছে।

এই মামলার আসামীদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গোয়েন্দা পুলিশ তাদের তদন্ত অব্যহত রাখে। শনিবার আটক আসামীদের ওই মামলায় আটক দেখিয়ে রবিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং আদালতে তাদেরকে রিমাণ্ডে নেওয়ার আবদেন করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ১১টি সংবাদ প্রকাশিত

হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।
এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে এ নিয়ে ১৬ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিক্রয়ের সময় হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সজিব খান (২৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। আটক সজিব খান মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শহিদুল খানের ছেলে। ডিবি পুলিশের হাতে প্রথম আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো সে।

জানা গেছে, শ্যামপুর এলাকার সালাহউদ্দিন নামের এক সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে অনলাইন জুয়া মেলবেট এর এজেন্ট বিক্রি করবে বলে ১৬ লাখ টাকা নেয় সজিব খান। গতকাল শনিবার বিকালে এজেন্ট সিম বিক্রি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালিয়ে সজিব খান কে আটক করে। এসময় সজিব খানের কাছে থাকা মোবাইল ফোন সার্চ করে জানা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা বাজারের ঠিকানা ব্যবহার করে সেখান থেকে ‘মায়ের দোয়া টেলিকম’ নামে নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে মেলবেট জুয়ার এজেন্ট হিসেবে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সাথে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেন গোপালপুর গ্রামের শহিদুল শাহর ছেলে নাসির শাহ। সম্প্রতি নাসির শাহ মেহেরপুরের এক সাংবাদিককে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে তার সংবাদ প্রকাশ না করা হয়, এমন তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

গত ২৪ আগষ্ট ডিবি পুলিশ প্রথম গোপালপুরে অভিযান চালিয়ে বদরুদ্দোজা রয়েল কে আটক করে। রয়েল তার স্বীকারোক্তিতে ১৫ জনের নাম বললেও তার সহযোগী সজিব খান ও নাসির শাহ এর নাম স্বীকার করেনি। যাতে করে সজিব ও নাসির ধরাছোয়ার বাইরে থেকে জুয়ার

কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রয়েলের কাছে থেকে উদ্ধারকৃত আলামত থেকে তদন্ত করে ডিবি পুলিশের সজিব খানের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাকে নজরদারীতে রাখে। অবশেষে সদর উপজেলার শ্যামপুর এলাকা থেকে তাকে হাতে নাতে এজেন্ট সিমসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেয়ে নাসির আগে থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ দেখতে পড়ুন নিচের লিংকগুলো

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬

সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।
গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ২০ অক্টোবর শামিম রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ শিরোনামে ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ

স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।
অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।
“অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে

পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের এ পর্বের অনুসন্ধানে থাকছে আরো এক মাস্টার এজেন্ট পলাশের আদ্যপান্ত।

নিয়োগ দালালি করে বহু মানুষের কাছে থেকে নেওয়া অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ানো ধান্দাবাজ নামে পরিচিত পলাশ এখন নিজেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শোধ করেছেন বিভিন্ন জনের পাওনা টাকাও। দুটি ইটভাটায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করে পার্টনার হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাই ও গ্লাসের দোকান দিয়েছেন। এলাকাতে কিছু জমিও কিনেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে অবৈধ অনলাইন জুয়ার বদৌলতে।

পলাশ মেহেরপুর সদর উপজেলার টুঙ্গী গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময়ে যখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ে পলাশও তখন অনলাইন জুয়ায় নিজেকে জড়ান। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজের একটি বলয়। নিজের স্বার্থে এমন কোন কাজ নেই যা পলাশ করতে পারেন না। সাংবাদিক ও পুলিশ ম্যানেজের নামে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত নিকট থেকে চাঁদা তুলে তা আত্মসাৎ করাতেও পটু এই পলাশ। এছাড়া অনলাইন জুয়ার চ্যানেল বিক্রির নামেও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নিয়েছেন মোটা অংকের টাকা। পলাশ মেহেরপুর পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামিও। মামলার আসামি হলেও এলাকায় সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও তার স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির জন্য এলাকায় ছেলেদের নিয়োগ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের সাথে টাকা নেন পলাশ। চাকরি দেওয়া তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিতে পারেন না। পরবর্তিতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পেয়ে দ্রুত তার দিন বদলাতে থাকে। বনে যান অনলাইন জুয়ার ওয়ান এক্স বেটের অন্যতম মাস্টার এজেন্ট। তার এজেন্ট চ্যানেল চালানোর জন্য নিয়োগ দেন সাদ্দাম, আসিফ, আশিক, ইজারুলের ছেলে সুমন ও কটার ছেলে সবুজসহ বেশ কয়েকজন যুবককে। প্রত্যেককে মোটা অংকের বেতন দিয়ে থাকেন এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা জন্য।

সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার জন্য ওয়ান এক্স বেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর যার ছদ্ম নাম টম। তার নির্দেশে পলাশকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করতে। সেখান থেকে পলাশ এক সাংবাদিককে ৭লাখ দিয়ে বাকিটা আত্মসাতের জন্য নিজে রেখেছিলেন। পরে টমের নির্দেশে জামিনের জন্য মাহফুজুর রহমান নবাবের বাবাকে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকা। বাকি ৫০ হাজার সে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়াও সে পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য ঢাকার কোন এক ঢাকার কোন অভিযাত ব্যবসায়ীকেও ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। আরো এক মাস্টার এজেন্ট গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসাইনের কাছে থেকেও পলাশ পুলিশ ও সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার কথা বলে ৩ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম সম্প্রতি টুঙ্গীতে পলাশের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পলাশের বাড়ির পাশের একটি মাঁচাতে স্থানীয়দের সাথে গল্প মাতে টিমটি। এসময় আকষ্মিকভাবে পলাশ সেখানে হাজির হয়ে নিরালায় কথা বলার প্রস্তাব দেয় আমাদের অনুসন্ধানি টিমকে। গ্রামের একটি চায়ের দোকানের পাশে দাড়িয়ে কথা হয় পলাশের সাথে।

এসময় পলাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্য করার সময় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পরে ওয়ান এক্স বেটের একটি চ্যানেল নিয়ে প্রায় কোটি খানেক টাকা আয় করেছি। সব দেনার টাকা শোধ করেছি। দুটি ইটভাটাতে বিনিয়োগ করলেও তিনি একটি ইটভাটায় ১৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। শহরের কোর্ট সড়কে প্রায় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নাবিলা এন্টারপ্রাইজ নামে গ্লাস ও থাইয়ের দোকান দিলেও তিনি স্বীকার করেছেন সেখানে ২৫

লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তার হাতে নগৎ কিছু অর্থ আছে।

তার সাথে যখন মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম কথা বলছিলেন তখন এলাকার বেশকিছু তরুণ ছেলে সেখানে জড়ো হয়। পরে জানা যায় তারা সকলেই পলাশের লোকজন।

পরে বিভিন্নভাবে পলাশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট কোমরপুরের মাদার আলী ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মিলে অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের কাছে থেকে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা উঠিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে।

জানা গেছে, তারা পুলিশকে পুলিশ ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ভাঙতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায় ডজন খানেক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পলাশও এজেন্ট হিসেবে ওই চাঁদার ভাগ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তবে ওই টাকা কে আত্মসাৎ করেছে তারা কেউ জানে না।

আরো জানা গেছে, তারপরপরই মেহেরপুর শহরের এক সাংবাদিকের চাপে পড়ে তার বাড়িতে প্রথম দফায় ৬লাখ ৮০ হাজার এবং পরে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন যাতে কোন সাংবাদিক নিউজ না করে। টাকা দেওয়ার সময় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে পলাশও গিয়েছিলেন। তবে ওই সাংবাদিকের দাবি ছিলো ২০ লাখ টাকা। টাকা কম হওয়াতে প্রথমে ওই সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তা গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছিলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মেহেরপুরে অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধমে বিদেশে টাকা পাঠানোর অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের গ্রেফতারে অভিযান চলবে।

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হয়ে রাতারাতিই কোটিপতি বনে গেছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।

বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে

অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল অনলাইন জুয়া চক্রের ডজন খানেক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন তারা। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেট, বেট উইনারসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে। মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে অনলাইন জুয়ার আরো চার এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার

অপরাধ বিভাগের এসআই মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথভাবে মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩)।

এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ ২২২৩৪ লেখা আছে। সিম দুটির আসামি তরিকুল ইসলামের নিকট থেকে জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার নগদ টাকাও জব্দ করা হয়েছে।পলাতক আসামি শাহীনের ফেলে যাওয়া ইনফিনিক্◌্র হট ১২ মডেলের ফোন থেকে ০১৬১২৬৯৪৫৭৩ ও ০১৮১৬৯৫৬৩৪২ সিম জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া সিম বাদেই একটি ভিভো ওয়াই৭৬ ফাইভজি মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক

আসামি আরিফুল ইসলামের ফেলে যাওয়া রিয়েলমি ৮ মডেলের মোবাইল ফোন থেকে ০১৩১৬৯১৮৮৮৯ সিম পাওয়া গেছে। রবি কোম্পানীর এসএমই ৪.৫জি নতুন ১০ টি সিম, কার্ডযার প্রতিটি প্যাকেটের স্টীকারে আলাদা আলাদা নম্বর লেখা রয়েছে। সিম কার্ডগুলো পলাতক শাহীনের বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহারে বাদী বলেন, বিভিন্ন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, এক শ্রেনীর অসাধু লোক রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনিয়ার. এবং ওয়ালমেট এর সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এসব সাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যাতিরেকে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন, মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায়য়ে কতিপয় সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর যোগসাজসে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

এসব অনলাইন জুয়া সাইটের সাব এজেন্টের ভূঁয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ, নগদ, রকেট উপায় এর রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীক এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীক সিম নিবন্ধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই ই-ট্রানজেকশন করছে।

আটক মাহফুজুর রহমান জয়কে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে ওয়ানএক্◌্রবেটের সাব এজেন্ট। তার নিজের চ্যানেলের নাম প্রামানিক নগদ (সাব এজেন্ট-১৪৪৮৪) সে নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৯৭৫১০০০৯০ জুয়ার ওয়ালে ব্যবহার করে তার নিজের ওয়ানএক্সবেট এর সাব এজেন্ট পরিচালনা করেন।

সে আরো জানায়, তার ফোনে রেড্ডি নামক মোবাইল এপলিকেশন অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্সবেট অর্থ পরিচালনাকারী ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট. আইও আছে। তার চ্যানেলের এ্যাকাউন্টে বর্তমানে ৭ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮৩ টাকা রয়েছে। এছাড়া তার সহযোগী মোনাখালি গ্রামের বদর কামড়ির ছেলে আব্দুস ছামাদ জুয়ার অন্যান্য জুয়ার সাইট পরিচালনা করেন।

অপর আসামি আক্তারুজ্জামানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সে এবং পলাতক আসামি শাহীন ও আরিফুল ইসলাম এক সাথে চ্যানেল বিক্রয়সহ সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে এজেন্ট নাম্বার ব্যবহার করে অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে। অনলাইন জুয়া ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ১৮-২০ জন সাব এজেন্ট হিসেবে তাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

গ্রেফতারকৃত তরিকুল ইসলাম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে নিজে পলাতক আসামি শাহীন আব্দুস ছামাদ, আরিফুল এবং গ্রেফতারকৃত আক্তারুজ্জামানের নিকট থেকে ওয়ানএক্◌্রবিটের একটি সাব এজেন্ট চ্যানেল নিয়ে দুটি এজেন্ট সিম কার্ড ০১৭৫৩-৫৮৮২৪১ (বিকাশ এজেন্ট) এবং ০১৭৭৯-৩৪৯৭৩৬ (রকেট এজেন্ট) ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। এক মাসের জন্য ওই এজেন্ট সিম দুটির ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার জন্য আসেন।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, পলাতক আসামি আরিফুল, হেলাল, মাহফুজের কর্মী হিসেবে ওয়ানএক্সবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ডিপোজিট এবং উইথড্রল এর কাজ করে। পলাতক আসামি শাহীন এর ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোন যা গ্রেফতারকৃত আসামিদের কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে।

ওই ফোনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর এ্যাডমিন হিসেবে রহমান নগদ, রহমান রকেট, রহমান বিকাশ, রহমান উপায়সহ ৪টি চ্যানেল পরিচালনা করেন। অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর অবৈধ জুয়ার টাকা জুয়ার চ্যানেলে রহমান নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৮৪০৬৬৫২৬৪, রহমান রকেট এজেন্ট নাম্বর ০১৮৬৫ ৭৩৪৭৭০, রহমান বিকাশ এজেন্ট নং ০১৩১৯৭৬৬৯৯১, রহমান উপায় এজেন্ট নং ০১৮৬৯ ৫২৫৩৫৪ ব্যবহার করে বেট উইনার এর ওয়েবসাইটের ওয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার টাকা ই-ট্রানজেকশন করে।

গ্রেফতারকৃত মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান তারিকুল ইসলাম ও রুবেল হোসেন পলাতক আসামিসহ অজ্ঞাতনামা অন্যান্য আসামি অবৈধ ই ট্রানজেকশনের জন্য ভূঁয়া ট্রেড লাইসেন্স এর মাধ্যমে অসৎ উদ্দ্যেশ্যে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং রকেট, নগদ, বিকাশ ও উপায় এজেন্ট সিমকার্ড তুলে অনলাইন জুয়া খেলা পরিচালনা করে আসছে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার অন্যান্য এজেন্টদের আইনের আওতায় আনার অভিযান অব্যহত রয়েছে। অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে তারা রাশিয়ায় কোটি কোটি টাকা পাচার করছে। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে আমরা এ দূর্গ নিশ্চিহৃ করতে মাঠে কাজ করছি।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন

জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।

এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সংবাদগুলো পড়ুন

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম রেজা ওরফে শামিমকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ।

গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত।

শামিম রেজা গ্রেফতার এড়াতে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের আইনজীবী গোপাল চন্দ্রর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের

অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা

কাজ শুরু করেছেন।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের

অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

শামিম রেজা। বয়স আনুমানিক ২৯ থেকে ৩০ বছর। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন।

হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন।

এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ মাঝে মাঝে প্রমোদ বিলাসে যান শামিম রেজা। সাথে থাকে তার শিষ্য দিলিপ হালদারও। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে শামিম রেজার এসকল তথ্য উপাত্ত উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজার এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে। সেই মামলা দায়েরের দেড় মাসেরও বেশি অতিবাহিত হলেও এসকল অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্টরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। শামিম রেজা ও তার লোকজন এলাকাতে না থাকলেও মামলার অন্য আসামিরা এলাকাতেই থাকেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পুলিশের অভিযান টের পেলেই তারা এলাকা থেকে পালিয়ে যান।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের

জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুম ন করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। গত এক মাসে শুধুমাত্র একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হয়েছে এক কোটি ৪৩ লাখ টাকা। গতমাসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাদল হালদারের ছেলে নিমাই হালদার ও গোপালপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল (৩৬) ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য জানতে পারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক

বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)